শৈলকুপায় অ্যাম্বুলেন্স চালকের অনীহায় হাসপাতাল চত্বরেই রোগীর মৃত্যু, চালক আটক

ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অ্যাম্বুলেন্স চালকের দায়িত্বে অবহেলা এবং অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে হাসপাতাল চত্বরে এক মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্স চালক বকুল মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকেই তাকে আটক করে পুলিশ। হাসপাতাল ও রোগীর পরিবার সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে শৈলকুপার বারইপাড়া গ্রামের মৃত রওশন শেখের ছেলে আবু জাফর কুসুম (৬৫) গুরুতর অসুস্থ হয়ে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। কর্তব্যরত চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত রেফার্ড করেন।

রোগীর স্বজনরা হাসপাতালের সরকারি অ্যাম্বুলেন্সটি চাইলে চালক বকুল মিয়া গাড়িতে জ্বালানি তেল না থাকার অজুহাতে রোগী পরিবহনে অস্বীকৃতি জানান। একপর্যায়ে রোগীর স্বজনরা নিজেদের টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় তেলের ব্যবস্থা করলেও চালক বকুল মিয়া রোগী পরিবহনে যাবেন না বলে জানিয়ে দেন।

সরকারি অ্যাম্বুলেন্স সচল থাকা সত্ত্বেও চালকের একগুঁয়েমি এবং হাসপাতাল চত্বরে দীর্ঘক্ষণ কালক্ষেপণের কারণে উন্নত চিকিৎসা না পেয়ে একপর্যায়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অসুস্থ আবু জাফর কুসুম।

এ ঘটনায় হাসপাতাল এলাকায় চরম উত্তেজনা তৈরি হলে আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন বাদী হয়ে শৈলকূপা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে অ্যাম্বুলেন্স চালককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

শৈলকুপায় হাইব্রিড ধানের অধিক ফলন নিশ্চিতকরণ কর্মশালা

দেশে কৃষিপ্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় দিনব্যাপী আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগে হাইব্রিড ধানের অধিক ফলন নিশ্চিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২০মে) ব্র্যাক সিড অ্যান্ড এগ্রো এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাক সিডের ডিলার সুশান্ত কুমার প্যাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ আরিফুজ্জামান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মো:কামরুল হাসান।

কর্মশালায় আমন মৌসুমে ব্র্যাক সিডের উন্নত হাইব্রিড ধানের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও কলাকৌশল সহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।

সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন ব্র্যাক সিড অ্যান্ড এগ্রো এন্টারপ্রাইজের কোটচাঁদপুরের সিনিয়র টি এস ও মো: আল-আমিন।

দিনব্যাপী এই কর্মশালায় ৬০ জন নির্বাচিত কৃষককে হাইব্রিড ধান উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মাঝে ব্র্যাক হাইব্রিড-১০ ধানের বীজ বিতরণ করা হয়।

শৈলকুপায় মেছোবাঘ পিটিয়ে

হত্যা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় পথচারীর সঙ্গে মেছোবাঘের সংঘর্ষের জেরে মেছোবাঘটিকে পিটিয়ে হত্যা করেছে গ্রামবাসী।

বুধবার (২০ মে) উপজেলার কাঁচেরকোল ইউনিয়নের উত্তর-মির্জাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,উপজেলার পুরাতন বাখরবাহ গ্রামের এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে উত্তর-মির্জাপুর গ্রামের বটতলা এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ একটি মেছোবাঘ তার মোটরসাইকেলের সামনে চলে আসে।

এতে মোটরসাইকেলের সঙ্গে প্রাণীটির সংঘর্ষ হলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে আহত হন। এ সময় মেছোবাঘটি আহত ব্যক্তির দিকে এগিয়ে এলে গ্রামবাসী লাঠিসোটা নিয়ে প্রাণীটিকে ঘিরে ফেলে এবং একপর্যায়ে পিটিয়ে হত্যা করে।

ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই ধারণা করছেন, আশপাশের ঝোপঝাড় কমে যাওয়া ও খাদ্য সংকটের কারণে মেছোবাঘটি লোকালয়ে চলে আসে।

এ বিষয়ে শৈলকুপা বন বিভাগের কর্মকর্তা মোখলেচুর রহমান বলেন,মুঠোফোনে ঘটনাটি জানতে পেরেছি। গ্রামবাসী মেছোবাঘটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে,যা অত্যন্ত দুঃখজনক। বন্যপ্রাণী লোকালয়ে দেখা গেলে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত বন বিভাগকে খবর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

শৈলকুপায় দলিল লেখক

শাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.শাহাবুদ্দিন সাবুর বিরুদ্ধে নানান জালিয়াতি, সিন্ডিকেট বাণিজ্য ও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ উঠেছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অফিসের কর্মকর্তা- কর্মচারী,সাধারণ দলিল লেখক এবং নিরীহঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.শাহাবুদ্দিন সাবুর বিরুদ্ধে নানান জালিয়াতি, সেবাগ্রহীতাদের জিম্মি করছেন বলে সম্প্রতি নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক (আইজিআর) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের অনুলিপি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী,ঝিনাইদহ জেলা রেজিস্ট্রার এবং শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রারকেও পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগকারী মো. মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়,শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ১৫৯ নম্বর লাইসেন্সধারী দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহাবুদ্দিন সাবু তার রাজনৈতিক পরিচয়কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের স্বাভাবিক কার্যক্রমে দীর্ঘদিন ধরে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছেন। তার কোনো অনৈতিক নির্দেশ অমান্য করলেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লাঞ্ছিত ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এমনকি সম্প্রতি নতুন যোগদান করা ভারপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রারের সাথেও তিনি চরম অসদাচরণ করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়েছে,বর্তমানে স্থানীয় দলিল লেখক সমিতির কোনো বৈধ কমিটি না থাকলেও ওই লেখকের একক ইশারায় চলছে একটি অবৈধ সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে প্রতিটি দলিল থেকে সমিতির নামে অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকা কমিশন আদায় করা হচ্ছে। শাহাবুদ্দিন সাবুর এই সিন্ডিকেটের কারণে অন্য দলিল লেখকরা তটস্থ থাকেন এবং কেউ এর প্রতিবাদ করতে সাহস পান না বলেও অভিযোগে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি একটি শরিকানা জমির ওপর আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা ও মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও দলিল লেখক

মো.শাহাবুদ্দিন সাবু তার পেশিশক্তি ও বিপুল অঙ্কের অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন।

এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক দলিল লেখক বলেন,‘অভিযুক্ত শাহাবুদ্দিনের তৈরি করা নিয়মের বাইরে গিয়ে সাধারণ মানষের পক্ষে সহজে দলিল সম্পাদন করা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। এর ফলে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা যেমন হয়রানির শিকার হচ্ছেন,তেমনি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় সরকারের রাজস্ব আহরণেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অফিসের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সাধারণ মানষের দুর্ভোগ লাঘবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।’

অভিযোগকারী মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন,‘আমি শৈলকুপার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আর অফিসের অরাজকতা দেখেই আমি এই অভিযোগটি দিয়েছি। যেহেতু অভিযুক্ত দলিল লেখকের রাজনৈতিক প্রভাব ও বড় একটি সিন্ডিকেট রয়েছে,তাই নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি অভিযোগে আমার বিস্তারিত পরিচয় ও স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করিনি। তবে আমি চাই এই অনিয়ম বন্ধ হোক এবং অফিসের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক।’

এ বিষয়ে জানতে দলিল লেখক মো. শাহাবুদ্দিন সাবুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন,‘আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দপ্তরে যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তার কোন সত্যতা নেই। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে একটি মহল আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে।’

ঝিনাইদহ জেলা রেজিস্ট্রার সাব্বির আহমেদ বলেন,এবিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।’

শৈলকুপা থানায় ১৪ ঘণ্টা

সাংবাদিককে আটক রেখে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানায় আশরাফুল ইসলাম নামের এক সাংবাদিককে বাড়ি থেকে ডেকে এনে ১৪ ঘণ্টা আটকে রাখার পর একটি হত্যা মামলায় অজ্ঞাত আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ।

রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে গত শনিবার (২৫ এপ্রিল) রাত ১২টার দিকে উপজেলার গাড়াগঞ্জের বড়দা ব্রিজ এলাকা থেকে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়। রোববার দুপুর ২টা পর্যন্ত তাকে শৈলকুপা থানার মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময় আটকে রাখার কোনো কারণই জানায়নি পুলিশ। ওই সাংবাদিকের পরিবারের দাবি, ১৪ ঘণ্টা আটকে রাখার পর কেন বা কী উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হলো তা স্পষ্ট নয়। অথচ সংঘর্ষে হত্যার শিকার মোহন শেখ তার চাচাতো দাদা হন।

আশরাফুল ইসলাম বাংলা এডিশনের ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি এবং ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি শৈলকুপা উপজেলার মাধবপুর গ্রামের আক্কাচ আলীর ছেলে। পূর্বে তার নামে কোনো মামলা নেই বলে জানিয়েছে শৈলকুপা থানার পুলিশ।

আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী শান্তা খাতুন বলেন, শনিবার রাতে তার স্বামী আশরাফুল ইসলাম স্ত্রীর বাবার বাড়ি ব্রাহিমপুর গ্রামে অবস্থান করছিলেন। এ সময় রাত ১২টার দিকে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে বড়দা ব্রিজ এলাকায় ডেকে আনেন শৈলকুপা থানার এসআই তরিকুল ইসলাম। থানার ওসি ওই সাংবাদিকের সঙ্গে চা খাবেন জানিয়ে তাকে শৈলকুপা থানায় নিয়ে আসা হয়। এরপর থেকে থানায় তাকে প্রায় ১৪ ঘণ্টা আটক রাখা হয়।

আশরাফুলের বাবা আক্কাচ আলী বলেন, “আমার ছেলে পেশায় একজন সংবাদকর্মী। সে দীর্ঘদিন ধরে জেলা শহরে বসবাস করে আসছে। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকলেও পুলিশ তাকে থানায় ১৪ ঘণ্টা আটকে রেখে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছে। আমার ছেলে নিরপরাধ। যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, সেই মামলার বাদী আমার আপন চাচাতো ভাই। যিনি হত্যার শিকার হয়েছেন, তিনি আমার ছেলের আপন

চাচাতো দাদা। আমার ছেলেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফাঁসানো হচ্ছে।”

মামলার বাদী মোহন শেখের ছেলে হারুন অর রশিদ বলেন, “গত ২৩ এপ্রিল সকালে আমার বাবাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে প্রতিপক্ষরা। এ ঘটনায় ৪২ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করি। অথচ রোববার দুপুরে সেই মামলায় আমার আপন চাচাতো ভাতিজা আশরাফুলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আমার বাবা হত্যার ঘটনায় ভাতিজা জড়িত নয়। ষড়যন্ত্র করে তাকে ফাঁসানো হচ্ছে।” তিনি আরও বলেন, “আমার ভাতিজা সাংবাদিকতা করে, জেলা শহরে থাকে। সে হত্যার সঙ্গে জড়িত নয় এ কথা জানালেও পুলিশ তাকে আদালতে পাঠিয়েছে।”

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা জানান, “একটি মামলার ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে আশরাফুল ইসলাম নামের ওই ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়েছিল। এখন তাকে সেই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।” কী মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে এমন প্রশ্নে ওসি বলেন, “আদালতে খোঁজ নিয়ে মামলার বিবরণ জেনে নিন।”

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাংবাদিক আশরাফুল ইসলামকে যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, নিহতের সঙ্গে তার নিবিড় পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। মামলার এজাহারে নাম না থাকার পরও তাকে গ্রেপ্তার এবং স্বয়ং বাদীর আপত্তির বিষয়টি পুলিশের পেশাদারিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এই ঘটনাকে ‘আইনের অপপ্রয়োগ’ হিসেবে অভিহিত করে নিন্দা জানিয়েছেন। তারা মনে করছেন, স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করতেই এই নাটকীয় গ্রেপ্তারের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জেলার সাংবাদিক নেতৃবৃন্দসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। তারা অবিলম্বে ওই সাংবাদিকের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন।

শৈলকুপায় মোহন শেখ হত্যার ঘটনায় ৪২ জনকে আসামী করে মামলা, গ্রেপ্তার ১

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গত বৃহস্পতিবার সামাজিক আধিপত্য বিস্তার করা নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে মোহন শেখ নিহতের ঘটনায় ৪২ জনকে আসামী করে শৈলকুপা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে।

শনিবার বিকালে নিহতের ছেলে হারুনর রশিদ বাদী হয়ে এই হত্যা মামলাটি দায়ের করেন। এ ঘটনায় শের আলী নামের এজাহারভূক্ত এক আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, গত বৃহস্পতিবার উপজেলার ৯নং মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় মোহন শেখ নামের এক জন নিহত হন।

এ ঘটনায় নিহতের ছেলে হারুনর রশিদ বাদী হয়ে শনি বার দুপুরে ৪২ জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তিনি আরও বলেন এই মামলায় শের আলী নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকী আসামীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও তিনি জানান।

‘শৈলকুপায় বাকিতে চা’ না দেওয়ার দ্বন্দ্বে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত

ঝিনাইদহের ‘শৈলকুপায় বাকিতে চা’ না দেওয়াকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের জেরে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছে অন্তত ১০ জন। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার পৌরসভার খালধারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, ওই গ্রামের রিপন হোসেন সকালে গ্রামের শাহজাহানের দোকানে চা পান করতে যায়। পুর্বের বাকি থাকা টাকা না দেওয়ায় নতুন করে বাকিতে চা দিতে অস্বীকার করে দোকানী শাহজাহান। এ নিয়ে রিপন ও শাহজাহানের মধ্যে তর্ক-বির্তক ও হাতাহাতি হয়। এরই জের ধরে দুই পক্ষের লোকজন

দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে। এতে আহত হয় অন্তত ১০ জন। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ‘শলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক মাহবুব আলম পারভেজ বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় আহত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

‘শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, বাকি চা বিক্রি না করা নিয়ে একটি সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছে| এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

জুলাই সনদ কীভাবে কার্যকর হবে, তা সনদের মধ্যেই উল্লেখ আছে

“জুলাই সনদ কীভাবে কার্যকর হবে, তা সনদের মধ্যেই উল্লেখ আছে” এ মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেন, জুলাই সনদ নিজেই স্বতন্ত্র, স্বকীয় ও কার্যকর। এর বাস্তবায়নের সঙ্গে গণভোটের কোনো সম্পর্ক নেই। বর্তমান সংসদই জুলাই সনদ কার্যকর করতে পারবে। তাই সনদ বাস্তবায়ন গণভোটের ওপর নির্ভরশীল নয় এ বিষয়টি সংসদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ধাওড়া গ্রামে খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, বিএনপি জুলাই সনদকে হৃদয়ে ও চেতনায় ধারণ করে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার রক্তের অক্ষরে এই সনদ লেখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জুলাই সনদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই যারা বলছেন, গণভোট বাতিল হলে জুলাই সনদ বাতিল হবে, তা বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য।

বিরোধী দলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “জুলাই গণভোট অধ্যাদেশও রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত। অথচ তারা রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় বয়কট করেছেন, আবার সেই ভাষণ নিয়ে আলোচনা করতে চান। এটি দ্বিচারিতা।”

আইনমন্ত্রী বলেন, জুলাই সনদের ২২ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে সনদ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে স্বাক্ষরকারী দলগুলোকে কমপক্ষে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে। বিএনপি এ ক্ষেত্রে প্রায় ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী দিয়েছে, যদিও পুরোপুরি তা অর্জন করতে পারেনি।

জ্বালানি তেলের সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক শ্রেণির মানুষ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে তেল মজুদ করছে। সরকার এতদিন নমনীয় অবস্থানে থাকলেও প্রয়োজনে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

তিনি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “অস্থিতিশীলতা রোধে সকলে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।”

জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম রেজা, পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমানসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শৈলকুপায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু, আহত-৪

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের খড়িবাড়িয়া গ্রামে বজ্রপাতে সমির বিশ্বাস (৪০) ও অপু বিশ্বাস (২২) নামের দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সেসময় আহত হয়েছে আরও ৪ জন কৃষক।

শনিবার বেলা ১২ টার দিকে খড়িবাড়িয়া গ্রামের দক্ষিণ মাঠে এ ঘটনা ঘটে। মৃত সমির মৃত সমির ওই গ্রামের সুশিল বিশ্বাস ও অপু ওই এলাকার প্রকাশ বিশ্বাসের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সমির বিশ্বাস তার বাবার সঙ্গে মাঠে পেঁয়াজ তোলার কাজ করছিলেন। একই সময়ে পাশের ক্ষেতে কাজ করছিলেন প্রকাশ বিশ্বাসের ছেলে অপু বিশ্বাসসহ আরও কয়েকজন। হঠাৎ বজ্রপাত হলে তারা গুরুতর আহত হন।

আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সমির বিশ্বাস ও অপু বিশ্বাসকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি আহতদের মধ্যে দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা. এহেতাম শহীদ জানান, দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটের দিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহতদের হাসপাতালে আনা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে সমির ও অপু মারা যান।

সড়ক নির্মাণে

ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির গর্ত কেটে সড়কের মাটি ভরাট, ঝুঁকিতে শতাধিক পরিবার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সড়ক নির্মাণ কাজে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বাইরে থেকে মাটি সংগ্রহ না করে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি কেটে সেই মাটি সড়কের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সড়কের দু’ধারে বসবাসরত শতাধিক পরিবার চরম ভোগান্তি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

সরেজমিন ঘুরে ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গাড়াগঞ্জ বাজার থেকে শৈলকুপা শহর পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন কাজ চলছে। কিন্তু প্রায় ৫ কিলোমিটার অংশে নিয়ম না মেনে পাশের জমি থেকে গভীর গর্ত করে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোথাও এই গর্ত এতটাই গভীর যে, তা এখন স্থানীয়দের জন্য ‘মৃত্যুফাঁদে’ পরিণত হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ,তাদের অনুমতি ছাড়াই জোরপূর্বক জমিতে প্রবেশ করে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে। বাধা দিলে উল্টো প্রভাব খাটিয়ে কাজ চালিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বসতভিটা, নষ্ট হয়েছে চলাচলের পথ, তৈরি হয়েছে ভয়াবহ ঝুঁকি। বিশেষ করে আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে ঘিরে ভূমিধসের আশঙ্কা বেড়েছে।

উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা জরিনা খাতুন বলেন,’আমার একমাত্র জমিটাই শেষ করে দিয়েছে। বাড়িতে ঢোকা-বের হওয়া দায় হয়ে গেছে। স্বামীর ভ্যান বাড়িতে তুলতে এখন দুই-তিনজন লাগে। এমন কষ্টে কখনো পড়িনি।’

একই গ্রামের আকলিমা খাতুন বলেন,‘ঘরের সাথেই বড় গর্ত করা হয়েছে। বৃষ্টিতে ঘর ভেঙে গর্তে পড়ে যাওয়ার ভয়ে আছি। ঠিকাদারকে একাধিকবার বারণ করলেও শোনেনি।’

মাজেদা খাতুন নামে এক নারী বলেন,‘ঘরের সাথেই বড় গর্ত করা হয়েছে। বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চা আছে। বৃষ্টি হলেই গর্তে পানি জমবে। তখন

বাচ্চারা গর্তে পড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটার ভয়ে আছি।’

একই অভিযোগ করেন সড়কের ধারে বসবাসরত আরও অনেকে। তাদের দাবি,কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি; বরং প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে।

সওজ সূত্রে জানা গেছে,সড়কটির মূল ঠিকাদার ঝিনাইদহের মিজানুর রহমান মাসুম। তার কাছ থেকে সাব-ঠিকাদারি নিয়ে কাজ করছেন শৈলকুপার বাইরপাড়া গ্রামের চুন্নু শেখ। ৬ কিলোমিটার সড়কটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ২১ লাখ ৭৯ হাজার টাকা। এর মধ্যে সড়কের দু’ধারে মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ রয়েছে ২৫ লাখ টাকা।

অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে সাব-ঠিকাদার চুন্নু শেখ বলেন,’সমস্যার কথা কেউ আমাকে বলেনি। যেখানে সমস্যা হয়েছে,অভিযোগ পেলে গর্ত ভরাট করে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় আমাকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করার কিছু নেই। একসময় আপনার সাথে দেখা করবো। পরে এই প্রতিবেদকের অফিসে এসে তাকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা চালান চুন্নু শেখ।

সড়ক নির্মাণ কাজের মূল ঠিকাদার মিজানুর রহমান মাসুম বলেন,‘আমার কাছ থেকে সাব ঠিকাদারি নিয়েছেন বারইপাড়া গ্রামের চুন্নু শেখ। এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় অনিয়ম করলেও তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই।’

এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান বলেন,’ ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি থেকে মাটি কেটে সড়ক নির্মাণের কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয়দের অভিযোগ ও দাবি,নির্ধারিত বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও নিয়ম না মেনে এভাবে জমি কেটে মাটি নেওয়া দুর্নীতিরই অংশ। দ্রুত গর্ত ভরাট, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।